

কেন এই ফাঁদ, কয়েক শ' সিনিয়র প্রভাষকের এখন কি হবে?

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ অসুস্থ নিয়মের ফানে পড়ে শিক্ষা কাডারের কয়েকশ' প্রভাষক চাকরি
জীবনের ১৪/১৫ বছর অতিবাহিত করেও কাজকর্ম পদোন্নতি পাননি না। অপবদিকে মাত্র পাঁচ
বছর চাকরি করে তিন ইত্যধিক জুনিয়র প্রভাষক অন্যায়সেই পদোন্নতি পেয়েছেন।
সাধারণ শিক্ষা কাডারের বিভাজনীয় ও পদোন্নতি পরীক্ষার সিলেবাস প্রণীত হয় ১৯৯২
সালে। বিধান হলো কাডার সার্ভিসে পদোন্নতির জন্য চাকরির (২৪ পৃষ্ঠা ১ এর ৪:৫৫)

কেন এই ফাঁদ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মেয়াদ সত্ত্বেও প্রথম জগে নামতম পাঁচ বছর
পূর্ণ হতে হবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও
বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমগ্র না হওয়ায় ৯২
সালের পূর্বেই ফানের চাকরির মেয়াদ পাঁচ বছর
পূর্ণ হয়েছে তাদেরকে সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও
উক্ত পরীক্ষা না দেয়ার অজুহাতে পদোন্নতির
আওতায় আসা হয়নি।

বর্তমানে শিক্ষা কাডারের ২০০০ সালের
বিধির আলোকে পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে।
যেখানে পরীক্ষা পারের শর্ত উল্লেখ রয়েছে
সেখানে ১৯৮৭-৮৮ সালে যারা চাকরিতে
যোগদান করেছেন তাদেরকে পরীক্ষা প্রমাঙ্কন
না করে ১লা আগস্ট, ১৯৮৬ সালের পূর্বে যারা
প্রভাষক পদে কর্মরত ছিলেন তাদের পরীক্ষা
প্রমাঙ্কন করে পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে। ফলে প্রশ্ন
দেখা দিয়েছে, ২০০০ সালের বিধিতে ৮৭-
৮৮ সালে যোগদানকারী প্রভাষকদের
পদোন্নতির জন্য পরীক্ষার শর্ত জুড়ে দেয়া
কর্তৃক যুক্তিযুক্ত। এদিকে নতুন
জাতীয়করণকৃত ১৮টি কলেজে ২০০০ সালে
বিধান প্রমাঙ্কন করে প্রভাষক নিয়োগ দেয়া
হয়েছে। যদি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রমাঙ্কন হতে
পারে পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রমাঙ্কন হতে পারবে
না কেন? এ প্রশ্ন সত্যিকার প্রভাষকদের
অপবদিকে ১৯৯২ সালে সিলেবাস প্রণীত
হলেও পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রভাষকদের
পদোন্নতি কার্যকর করা হয়েছে প্রায় ৯ বছর
পর ২০০১ সালের জুলাই মাসে। ইতিমধ্যে
অনেকেই চাকরি মেয়াদ ১৪ বছর অতিবাহিত
হয়। বিধান হলো ১৪ বছর কর্মকাল পূর্ণ হলে
কেউ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না
আবার কেউ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যা
হলেও ১৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার প
পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন। কিন্তু এ
বিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বেই যারা কর্মকাল
১৪ বছর অতিক্রম করেছে তাদের বেসায়
হবে? তাদের পরীক্ষার তো কোন সুযোগ নেই
তাহলে তিন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ
পেলেন না তিনি অকৃতকার্য হওয়ার সুযোগ
পাবেন কেমন করে? এদিকে বয়স ৫০ ব
পূর্ণ হওয়ার পর মানসিক কারণে পরীক্ষা ছাড়া
পদোন্নতি পাওয়ার একটি সুযোগ আছে
বিধিতে বাধা হয়েছে। জীবনের একটি
পদোন্নতির জন্য ৫০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা
কেন প্রভাষকের জন্য পদোন্নতির নাম
এ বাপার শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডা. ম
হোসেন হক মিলনকে স্পষ্ট করা হয়ে
বলেন, শিক্ষকদের পদোন্নতি সংক্রান্ত
বিধানের অংশগ্রহণ না হওয়াই দর